দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/১১/৮১

110

393

শহর বাজার

শুধু কেন ছাত্রদের পরীক্ষা?

বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষার মওসুম চলছে। প্রায় স্কুলেই পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে—যেসবখানে এখনও হয়নি, সেসবখানেও হবে হবে করছে। নির্বাচনী পরীক্ষার বেলাও তাই। হয় শেষ হয়ে গেছে, নয় চলছে। বিদ্যার্থীদের চপলচঞ্চল চেহারা এখন যেন কেমন পাংশু হয়ে পড়েছে, কম্পিত বক্ষের প্রতিফলন পড়েছে গিয়ে তাদের শুকনো দুটো ঠোঁটে। একটি নিরুপায় আতঙ্ক যেন তাদের সারা অবয়বে। ছোট্ট মানুষদের কাছেও এসময় খাদ্য-দ্রব্য বিস্বাদ ঠেকে।

হবে না, পরীক্ষা বেচারীদের কাছে মহা-আতঙ্কই বটে। সারা বছরের হিসেব নিকেশ হয়ে যাবে এই কয়টি দিনে সেই বছর শুরুর সময়ের জের পড়বে বছরের শেষের এই সময়টিতে, যদি বেশি ভয় লাগে, বলবো যাবে না। পরীক্ষা দেবো না।' যদি মনে গ্রহণ করে, তবু ঠিক বেড প্রার্থনা করতে হবে। নইলে একটি বছর বরবাদ হয়ে যাবে। এই বরবাদ হওয়ায় ভরাডুবি ঘটবে অভিভাবকের। সেই জন্য-দারীর পয়লা থেকে অফিস কামাই করে করে ডাকবিভাগ থেকে বই জোগাড় করা। তারপর বর্ধিত দামে আলুপটল কিনে অথবা না-কিনে স্কুলের দেনা মেটাতে থাকা। কেবল কি বেতন? দফায় দফায় খাতা, পেনসিল, স্কেল, গ্রাফ-পেপার, ম্যাপ, জিওমেট্রি বক্স, রঙীন পেনসিল, শিস কলম। নিবকলম, ঝর্ণা-কলম, ইউনিফর্ম, টিফিন, রিকশা, এসকর্ট আর সেই সঙ্গে হরেক রকমের চাঁদা। এছাড়া টেক্সট বুক বোর্ডই হোক, আর পাবলিশারই হোক, পাঠ্য-পুস্তকগুলোর যা দশা! আহা! বাঁধাই আলগা, নরোম লালচে পৃষ্ঠা, দুবার উল্টোলেই যেন নেতিয়ে-পড়া ন্যাকড়া। সাতদিন টেকে না যে পাতাগুলো, তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ট্যাস্কানো তো মহা ফ্যাকড়া। অথচ আগে আগে তো

নিরুপায় আর বলছেও তা সুযোগ পেলে। অভিভাবক বলছে 'ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে চাই, স্কুল তো নিচ্ছে না, আমরা কোথায় যাই?' সরকারী স্কুল বলছে: 'আমাদের সীট সংখ্যা তো সীমিত, বেসরকারীরা আছে কেন তবে?' বেসরকারী বলছে 'সীমা-হীন সংখ্যক ছাত্র এক সঙ্গে পড়াই কি করে?' স্বরূপও আরও আছে। স্কুল বলে 'আপনার ছেলে পরীক্ষায় পাস হতে পারলো না, ফেল করেছে।' অভিভাবক বলেন 'বাসায় এমএ পাস টিচার রাখলাম কেন তবে?' প্রাইভেট টিউটর বলেন, 'বুঝলেন, আই কিউ বড় কম এ ছেলের।'

হয় সকলেই ছাত্রের আই কিউ চায়—মাস্টারও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-দের না। তাই প্রশ্ন ওঠে না—যি, বছর যে বিপুল ব্যয়ে বই লেখা হয়, তার কটির ভাষা ও কথা ছাত্রের বয়সের উপযোগী হয়? এইসব বই কটি স্কুলের টীচাররা পড়ানোর সত্যিকার ক্ষমতা রাখেন? উল্টো দেখা যায়—লিখিয়েরাও পড়ানোর দায়প্রাপ্তরা পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়ি করছেন। স্কুলে টীচারদের গৃহীত স্টাডি লিভের চোট পড়ার ক্ষতি হয়। অথচ সেই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ডিলিভেরি এন্ড ডেভিলপমেন্ট বিভাগাধীন ইলেকট্রিফাই (উপজেলা) নিজ ব্যয়ে এবং নিজ বাড়ি, আমাদের অর্থ বিভাগের ১৯৮১-৮২ অর্থবছর জন্য তালিকাভুক্ত নিম্নোক্ত জিনিসপত্রসমূহ ক্রয় করিতেছে।

ক্রঃ নং	কাজের বর্ণনা	আনুমানিক ব্যয়ের কত টাকা	
১	২		
১।	ফিলেড কেবার ৩৫মিমিবিশিষ্ট ৪০০ লাইনের বা তা উপর ১০০০ লাইনের বা তা উপর কেবল বসানো।	টাঃ ২,৮০,৩৪৫/-	
২।	ফিলেড কেবার ৩৫মিমিবিশিষ্ট ২০০০ লাইনের বা তা উপর কেবল বসানো।	টাঃ ২,৯৫,৭৪০/-	
৩।	আন্ডারগ্রাউন্ড ২০০০ লাইন বা তা উপর কেবল বসানো।	টাঃ ২,৮৫,২৪০/-	